অবশেষে

(কৌতুক-নাটিকা)

মূল্য আট আনা

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১২৩।১ আপার সার্কুলার রোডস্থ
দীপালী প্রেসে
শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রামাণিক কর্ত্তৃক মুদ্রিত

নবযুগের নটগুরু

বন্ধুবর

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর

করকমলে—

ভূমিকা

অবশেষে নাটিকাখানি সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক দীপালীতে ইতিপূর্ব্বে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতি—সন ১৩৪১ সাল, ২৫শে মাঘ

শ্রীপঞ্চমী— ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা	}	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

অবশেষে

প্রথম দৃশ্য

—:*:—

স্থান :—কমলপুর, জ্ঞানেন্দ্রর পৈত্রিক বাটী

কাল :—প্রভাত

জ্ঞান। অ'চ্ছা, জেঠামশায়, স্থহাস যে তার ঘর বাড়ী বেচে, গাঁ ছেড়ে চলে গেল—আপনারা তা'তে কোনো বাধা দিলেন না?

দয়াল। জান্‌লে ত'?

জ্ঞান। কিচ্ছু জান্‌তে পারেন নি?

দয়াল। বিন্দু-বিসর্গও যদি টের পেতাম, বাবা, তা'হলে কি যেতে দিই?

জ্ঞান। হুঁ—

দয়াল। তার শ্বাশুড়ী অর্থাৎ তোমার মা-ই কোনও খবর পান্ নি—

জ্ঞান। মাকে যে আপনাদের গ্রাম্য সমাজ এখনো কনে বউটি করে রেখেচে, জেঠামশায়, তা' মা সে অন্দর হ'তে তার সন্ধান পাবেন কি করে?

দয়াল। তোমাদের ঘরের মেয়ের মুখ কি চন্দ্রে সূর্য্যে দেখ্‌তে পায়, বাবা? এমন ঘর, এমন বংশ, এমন রাজা কি—

জ্ঞান। তাই, এই একটা চাল নেই, চুলো নেই, হা-ঘরে' অকাট মুখ্যু ধরে'—একটা দুধের মেয়ের সর্ব্বনাশ করা হ'য়েচে—

দয়াল। পিতৃনিন্দা ক'রো না, বাবা জ্ঞান—

জ্ঞান। তাঁর কৃতকর্ম্মের সমালোচনা করাটা ঠিক পিতৃনিন্দা বলে' আমার ধারণা নেই। যাক্—

দয়াল। আমি বিষ্ণুভায়াকে এ পাত্রে কন্যা সমর্পণ না করতে পই পই করে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি বা তোমার মা-ঠাক্‌রুণ কেউই গরীবের কথায় কর্ণপাত করেন নি—এখন তার ফল—

জ্ঞান। ফল্ ফলেচে। আচ্ছা, সুহাসের ঠিকানা কি বল্‌তে পারেন?—

দয়াল। না বাবা—তাও তো ঠিক জানি না। আজকালকার ইংরিজি-পড়া সব ছেলে, হাত চেয়ে আম ডাগর—

জ্ঞান। ক্ষমা কর্‌বেন, জেঠামশায়—ইংরিজি-পড়া ছেলেদের নিন্দে কর্‌বেন না। এ কালের ইংরিজি-পড়া ছেলেরা সেকালের টুলো ছেলেদের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়। যাক্ গে—তবে সুহাস ইংরিজি পড়ে নাই, পড়্‌লে সে মানুষ হ'ত—

দয়াল। সে যে কি পাশ করেচে না?

জ্ঞান। পাঁশ ক'রেচে। দু' দু'বার আই-এ ফেল্ করাকে ইংরিজি পড়া বলে না—

দয়াল। যাই হোক, বাবা, তোমার বাবা যখন হাঁটু ধরে' তাকে কন্যা-সম্প্রদান করে' গেছেন, তখন—

জ্ঞান। আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তেই হবে—তারই উদ্যোগ কর্‌চি, জেঠামশায়!

দয়াল। রাগ-গোসা ক'রো না, বাবা! বিলেতই যাও আর বেরিষ্টরই হও—হিঁদুর ঘরে মেয়ে-পক্ষকে বরপক্ষের কাছে চিরকাল গলায় গাম্‌ছা দিয়ে থাক্‌তে হবে, তাতো জানো?—

জ্ঞান। জানি—মানি না।

দয়াল। তা'হলে, তোমাদের যুদ্ধ্‌ হবে নলখাগ্‌ড়ার, আর বিপদ হবে সেই একফোট্টা মেয়ে উলুখড়েরই—

জ্ঞান। বিপদ আবার কি? সে মনে কর্‌বে হয় সে বিধবা, নয় কুমারী—

দয়াল। (কর্ণ চাপিয়া) বাবা, মহাত্মা বিষ্টু্‌ঘোষের ছেলে তুমি—ম্লেচ্ছদেশে গিয়ে, মনটাকে পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছ করে' ফেলেচ! ছি ছি—তোমরা লেখাপড়া শিখেচ', বড়লোক, জমিদার—যা' কর্‌বে কর'—আমাদের মনে অকারণ বেদনা দিও না—

জ্ঞান। হাঁ, তামাক তো নেই, জেঠামশায়, একটা সিগারেট দেব'—

দয়াল। আরে রাম রাম—দয়াল ভট্‌চাজ সিক্রোট্‌ খাবে? কী বল্‌চ', জ্ঞান? আমার ছেলেটা খেতো দেখে, সেদিন তাকে গোবর খাইয়ে প্রাচিত্তির করিয়ে দিয়েচি—

জ্ঞান। তাই তো, তা'হলে—

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ ও দয়ালকে কড়ি-বাঁধা ডাবা হুঁকায় তামাক দান]

ভৃত্য। (ভাঙা গলায়) বাবা ঠাকুর, তামুক্ ইচ্ছে করুন্—

দয়াল। এই দেখ, কেষ্টা বেটা ঠিক আছে। বেঁচে থাক্ বাবা, বেঁচে থাক্—হিঁদুর বাড়ী তামাক না থাক্‌লে কখনো চলে? হেঁ হেঁ, কথায় বলে—তেল তামাক পান, তিনে বাঙালীর জান। হাঁ দেখ' বাবা, সুহাস খুব পাঁচালী লেখে—বঙ্গবাসী কাগজে নাকি তা' ছাপা হয়—

জ্ঞান। পাঁচালী?

দয়াল। আহা, আমাদের দাশু রায় যা' লিখ্‌তো গো—

জ্ঞান। ও—হাঁ—কবিতা লেখে, শুনিচি!

দয়াল। ব্যস্ তবে আর কি? সুহাসের ঠিকানা খুঁজ্‌ছিলে না? বঙ্গবাসীওয়ালাদিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই তো—

জ্ঞান। আচ্ছা—(হাস্য)—

দয়াল। আরে তুমিও তো কল্‌কাতাতেই থাক', কাউকে সুধিয়ে নিও! কৈলেস মিত্তিরের ছেলে সুহাস কোন্ বাড়ীতে থাকে—এ সবাই জান্‌বে—কৈলেসের নাম—

জ্ঞান। জেঠামশায়, কল্‌কাতা কখনো গিয়েছিলেন?

দয়াল। না বাবা,—তবে একবার মা কালীকে দর্শন কর্‌তে যাব, ইচ্ছে আছে—এখন সেই ইচ্ছেময়ীর ইচ্ছে—তা'হলে এখন—

জ্ঞান। আসুন—(পদধূলি গ্রহণ)

দয়াল। (যাইতে যাইতে) সুহাসের খোঁজখবরটা ভাল করে' নিও, বাবা, রাগারাগি করো না—যতই হোক্, ভগিনীপতি তো তোমারি।

[প্রস্থান

(কেকার প্রবেশ)

কেকা। কি হ'ল ?

জ্ঞান। যা' হ'য়ে থাকে—

কেকা। অর্থাৎ—

জ্ঞান। এ সব idiotদের কাছ থেকে কী আশা কর', কেকা ?

কেকা। Idiot তো নিশ্চয়ই—কেন না তুমি এখন চাইবে একটি ভগিনীপতি—সেটি তোমায় কে দেবে বল' ত' ?

জ্ঞান। সেটা তোমার দিদি চেয়েছিলেন, পেয়েচেন্‌ও—

কেকা। মিথ্যা কথা !

জ্ঞান (ক্রোধের ভাণে) কেকা—

কেকা। তা' বৈকি ! মানুষের সুদিন হলে দুর্দ্দিনকে ভুলে যায়।

জ্ঞান। দুর্দ্দিন আমার কোনো কালেই ছিল না—

কেকা। বটে ? বিলেত থেকে ফিরে যখন বটপত্রে শায়িত নারায়ণের মত ভেসে বেড়াচ্ছিলে—তখন—(দুষ্ট হাসি)

জ্ঞান। ঠিক উল্টো, কেকা ! বরং তুমিই বি-এ পাশ করে' যখন M. A. হবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলে—তখন আমিই তোমায় উদ্ধার করে', মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দি। শীঘ্রই তুমি M-A. অর্থাৎ মা হ'চ্ছো যে—এ কার অনুকম্পায়—

কেকা। মহানুভব—

জ্ঞান। এখনো তাতে সন্দেহ করুচ ?

(ছুটিয়া বেণুর প্রবেশ)

বেণু। বৌদি—

[দাদাকে দেখিয়া সলজ্জ ভাবে অবস্থান]

কেকা। কি বেণু? থাম্‌লি কেন?

[বেণুর পলায়নোদ্যম]

জ্ঞান। শোন্ বেণু—

[বেণু নতমস্তকে দাঁড়াইল]

জ্ঞান। বেণু, তোর কল্‌কাতা দেখ্‌তে মন হয় না?

বেণু। হয়—

জ্ঞান। তবে আমাদের সঙ্গে কল্‌কাতা যাবি?

বেণু। মা যে যাবেন না?

কেকা। মা নাই বা গেলেন—

জ্ঞান। মাকে ছেড়ে, আমাদের কাছে থাক্‌তে পার্‌বি না, বেণু? মন কেমন কর্‌বে, না?

বেণু। তোমরা গেলে তোমাদের জন্যেও তো আমার মন কেমন কর্‌বে দাদা—

জ্ঞান। তবে চল্ তুই—তোর বৌদিদি সেখানে একলা থাকেন—

কেকা। সেখানে তোকে কত মজার মজার আশ্চর্য্যি আশ্চর্য্যি জিনিষ দেখাব—যত খেল্‌না চাস্, পাবি। দু'দিন থাক্‌লে আর কমলপুর আসতেই চাইবি নি—

জ্ঞান। যত ছবি, বই, পুতুল চাস্—দেবো।

বেণু। দেবে, দাদা?

কেকা। আরও একটা মস্ত বাঁদর ধরে' দেবো—খুব নাচাবি।

(কেকা ও জ্ঞান মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া হাসিল)

বেণু। বাঁদর, বৌদি? যদি কাম্‌ড়ে দেয়?

কেকা। কল্‌কাতার বাঁদর কামড়ায় না, কেবল নাচে।

বেণু। যদি পালিয়ে যায়—

কেকা। যাতে না পালায়, তার ব্যবস্থা করে' দোব—

বেণু। (উচ্চহাস্য) বাঁদর নাচাবো? খুব মজা হবে—মাকে বলি গিয়ে।

[বেণুর ছুটিয়া প্রস্থান।

জ্ঞান। রহস্য কর্‌বার আর লোক পেলে না?

কেকা। একজনই তো মোটে পেয়েচি—দুঃখের বিষয় সে রহস্য বোঝে না।

জ্ঞান। তা' বল্‌বে বৈ কি! যদি কাম্‌ড়াতো তা'হলে আর এ কথা বল্‌তে না!

কেকা। আমি তো বাঁদর পুষি নাই—আমার শুকপাখী।

জ্ঞান। চুলোয় যাক্! বেণুকে নিয়ে যাব—মার মত হবে তো?

কেকা। মার মত আমি আগেই নিইচি।

জ্ঞান। মায়ের দুঃখে বড়ই মনোকষ্টে আছি, কেকা!

কেকা। উঃ কী মাতৃভক্ত পুত্র—

জ্ঞান। অ-ভক্তিটা দেখ্‌লে কোথায়?

কেকা। কোথাও না! যখন বাবার সিন্দুক থেকে টাকা পয়সা

গুলো না-বলে' চেয়ে নিয়ে, হঠাৎ সমুদ্রে পাড়ি মেরেছিলে—তখন বাবা আর মা, ছ'জনেই বুঝি খুব খুসী হ'য়েছিলেন, না?

জ্ঞান। আহা, সে তো মিটে গেছে।

কেকা। তেম্‌নি এও মিটে যাবে।

জ্ঞান। এ কী ক'রে হবে? বেণুকে যে সুহাসের পছন্দই হয় না।

কেকা। আমি পছন্দ করিয়ে দোবো গো—ভাবনা কিসের?

(জ্ঞান নৈরাশ্যব্যঞ্জক হাত ও মুখের ভঙ্গী করিল)

কেকা। বিশ্বাস হচ্ছে না? ভয় পাচ্ছ?

জ্ঞান। অভয়ও পাচ্ছি না—

কেকা। হেতু—

জ্ঞান। হেতু, সুহাসচন্দ্র তরুণদলের খ্যাত-নামা কবি ও ঔপন্যাসিক বলে'।

কেকা। আমি এদের অনেকের সঙ্গেই পরিচিত—

জ্ঞান। পরিচিত?

কেকা। অবশ্য লেখার ভিতর দিয়ে। এদের cult নিতান্ত সাধারণ।

জ্ঞান। কি রকম?

কেকা। ও তুমি বুঝি, তরুণ-সাহিত্য কিছুই পড় নাই?

জ্ঞান। না।

কেকা। তাই। এদের নায়ক হচ্ছে যত রিক্‌শওয়ালা, মুটে, কনেষ্টবল, দারোয়ান, ফিরিওয়ালা, বিড়িওয়ালী, কম্পাউণ্ডার, কম্পোজিটর,

আর নায়িকা হচ্ছে পানওয়ালী, চাক্‌রাণী, মেথরাণী, ঘুঁটেকুড়ুনী, ভিখিরী প্রভৃতি—

জ্ঞান। ওঃ এ যে একবারে আহেল্ রাসিয়ান্।

কেকা। রাসিয়ান্ নয় ঘাসিয়ান্! চল, কল্‌কাতায় তোমায় দেব প'ড়তে—এদের অনেক মাসিকপত্রও আছে।

জ্ঞান। মাসিকপত্র? নাম কি তাদের?

কেকা। চূণকালি, ভাগাড়, সম্মার্জ্জনী, জাম্বুবান্, জরদ্গব, কৃমি ও কীট—

জ্ঞান। বটে? তবে এমন সব তরুণদের ভদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করা কেন?

কেকা। তার মানে, এরা যা লেখে, মোটেই তা মানে না।

জ্ঞান। ওঃ—রাবিশ-চর্চ্চায় তোমার এত প্রগাঢ় অধ্যবসায়? তোমার গবেষণায় মুগ্ধ না হ'য়ে পার্‌চি না!

[নেপথ্যে "বৌমা—"]

কেকা। যাই মা—(জ্ঞানকে) শীগ্‌গীর এস, মা খাবার জন্যে তোমায় ডাক দিয়েচেন।

জ্ঞান। বাস্তবিক, সে কথা মনেই নেই—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কলিকাতা—একটি মেসের কক্ষ

কাল :—সন্ধ্যা

[সুহাস রচনারত]

সুহাস। (কিঞ্চিৎ পরে, অভিনিবিষ্ট ভাবে)—

—জীবন এ এক ফকিরের আলখেল্লা

শত দোকানের ছাঁচতলা হ'তে—

কুড়ানো শতেক ছিটের কুটির কেল্লা।

নিখিল জগতে ফকির একাকী আমি—

নাহি মোর বধূ ঘর সংসার

নাহি মোর কেহ নিজ পরিবার—

আমি বিশ্বের পরমাত্মীয়

নিখিল নারীর স্বামী—

একাকী পুরুষ আমি ॥

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফুল্ল। কী পড়্‌চেন্‌, সুহাসবাবু?

(অতুলের প্রবেশ)

সুহাস। এই মাত্র একটা কবিতা লিখ্‌লাম—

(কানাই, ননি, ফণী, জিতেন ও নীহারের প্রবেশ)

অতুল। আমরা শুন্‌তে পাই না একটিবার ?

ননি। নিশ্চয়ই শুন্‌বো—

কানাই। বর্ত্তমান্ তরুণ বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও কথাশিল্পী সুহাসচন্দ্রের রচনার সর্ব্বপ্রথম পাঠক হওয়ার গৌরব আমাদের ঘাড়ে ভূত হ'য়ে চেপে বসেচে—

ফণী। কাগজে ছাপা হরফে পড়ে', কবিকে ঠিক ধরা যায় না—মনে হয়, কবি যেন বহু দূরের লোক। আমরা সুহাসচন্দ্রকে অন্তরে বাহিরে নিবিড় ভাবে পেতে চাই!

ননি। ভবিষ্যৎ জীবন-চরিতকারেরা আমাদের কাছে এসে জোড়-হস্তে বল্‌বে—মশায়, আপনারা কবি সুহাসচন্দ্রের প্রথম বন্ধু, তাঁর মৈসিক জীবনের ইতিহাসটা বলুন্—আমরা সগৌরবে অনেক ডালপালা দিয়ে, চমৎকার চমৎকার গল্প বানিয়ে দেবো—ছাপা হবে, আর তাই হবে ইতিহাস—

জিতেন। আমার কিন্তু সুহাসবাবুর সেই কবিতাটি অন্তরে গাঁথা র'য়েছে—সেই পাটের কবিতাটি।

নীহার। আমি কিন্তু ওঁর গল্পের একজন অতি-বড় ভক্ত।

সুহাস। (গদগদ ভাবে)—কি বলেন্—কি বলেন্ আপনারা সব—

অতুল। তা'হলে কবিতাটি একবার আপনারা—

ননি। নিশ্চয়, সদ্যপ্রসূত সন্তানের আত্মীয়গণ উপস্থিত—

নীহার। শাঁখ বাজাবে কে ?

জিতেন। নীহারবাবুর শঙ্খ সম্বন্ধে একটা দুর্ব্বলতা আছে—

প্রফুল্ল। এটা বয়সোচিত ধর্ম্ম, দুর্ব্বলতা নয়—যাক্, সুহাসবাবু, কবিতাটি এইবার পড়ুন—

[সুহাস পাঠ করিল]

ফণী। Superb—Superb.

কানাই। এ কবিতাটি কিসে দেবেন ?

সুহাস। ভাগাড়ে—

ননি। Thats' an idea. ভাগাড়ের মত উচ্চাঙ্গের কাগজে, এ রকম লেখা ছাড়া তার মর্য্যাদা থাক্‌বে না।

নীহার। সুহাস বাবু, আপনার "চন্দ্রমধু" গল্পটি—

জিতেন। পাটের কবিতাটি—

অতুল। চন্দ্রমধুর মত plot, অমন ব্যঞ্জনা অমন বর্ণনা বাংলা সাহিত্যের কোনো গল্পেই নেই।

ননি। ইংরিজি, রুষ, ফরাসী সাহিত্যেও আছে কি না সন্দেহ—

কানাই। বাস্তবিক, আমি নীরস অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি, সুহাস বাবুর সংস্পর্শে আমি সুদ্ধ সরস হয়ে পড়েচি, তা' অন্যে পরে কা কথা ?

সুহাস। অঙ্ককে নীরস কে বলে, কানাই বাবু ? অঙ্কলক্ষ্মীই তো জীবনের রসমূর্ত্তি, মূর্ত্তিমতী কবিতা—

প্রফুল্ল। আচ্ছা সুহাস বাবু, আপনার বাণী কি ?

অতুল। কাব্যের বাণী, না আর্টের বাণী ?

প্রফুল্ল। দুই-ই।

নীহার। এটা অত্যন্ত বড় কথা উঠে পড়ল—

জিতেন। হাঁ. কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ কেন?

ফণী। তা'হলে এ আলোচনা হবে খেয়ে এসে—এখুনি খেতে ডাক্‌বে, কথা জম্‌বে না—

ননি। সেই ভালো—Sound mind in a sound body. পেট ভরা থাক্‌লে সব মিষ্টি লাগে—

সুহাস। সেটা সব সময়ে ঠিক নয় ননিবাবু, দেহে ও অন্তরে ক্ষুধার তাড়না যত বেশী হবে, artistএর বাণীও তত স্পষ্ট হবে।

জিতেন। যেমন empty vessels sound much.—

নীহার। আমাদের তো, সুহাসবাবু, ঠিক উল্টো! পেটে ক্ষিদে হলেই বাণী বন্ধ হতে হতে শেষে চিঁ চিঁ শব্দে পরিণত হয়—

সুহাস। কিন্তু আর্টিষ্টের অন্তরে একটা গভীর কামনাময় বেদনা না থাক্‌লে কখনও আর্ট সৃষ্টি হয় না।

জিতেন। আচ্ছা, আপনার অন্তরে কী কামনা, সুহাস বাবু, দয়া করে' আমাদিগকে সেটা বল্‌বেন কি? অবিশ্যি যদি কোনো আপত্তি না থাকে—

প্রফুল্ল। আমার মনে হয়, আপনার বেদনা আপনার বিবাহ না-করার সঙ্গে জড়িত।

সুহাস। (সহাস্যে) সেটা ঠিকও, আবার ঠিক নয়ও—

ফণী। কি রকম?

কানাই। উনি চান্ একটি কবিনীকে অঙ্কলক্ষ্মী রূপে—এখানে তোমার chemistry খাট্‌বে না—

ফণী। Chemistry খাট্‌বে না এমন কিছু আছে জগতে? ধর'—

কামনা Ten আর তরুণী One, ফলে প্রেম—যৌবনের Test-tubeএ ফুলশয্যার Laboratoryতে এই applied chemistry অর্থাৎ ফলিত রসায়ণ চিরদিন শেখানো হচ্ছে।

সুহাস। আমি প্রেম বিশ্বাস করি না—কামনাই মানুষের জীবন। বিবাহ করলেই সব কামনার যেমন অবসান হয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরের মৃত্যুও তেম্‌নি অবশ্যম্ভাবী। দেহের মৃত্যুর চেয়ে, হৃদয়ের মৃত্যু অতীব ভীষণ, অত্যন্ত শোচনীয়—

নীহার। আমরা কাব্যের পরিচয় চাই না, কবির পরিচয় চাই—

কানাই। যেমন রান্নার চেয়ে রাঁধুনীর—

ননি। ধেৎ—কানাইটা এক অজগর মুখ্যু—

প্রফুল্ল। বারান্দায় টাঙ্গানো শাড়ী দেখে যেমন শাড়ীর মালিককে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়—

অতুল। এই যে প্রফুল্লবাবুকেও কামনায় ধরেচে—

জিতেন। মাড়োয়ারীকে দেখে তার ব্যবসার মূলমন্ত্রটি জানবার জন্যে আগ্রহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পাটের ক্ষেত দেখে—

ফণী। (বাধা দিয়া) আঃ—পাটের কথা ছাড়া কি জিতেনবাবুর মাথায় আর কিছু আসে না? হচ্ছে বিয়ের কথা, আর তার মধ্যে পাট—

সুহাস। পাট বল্‌চেন কেন? বলুন্‌—পাটরাণী—

জিতেন। সেই আপনার কবিতা—

ওগো পাট, কুবেরের পাটরাণী—

ঋজু তব দেহ-যষ্টি শুভ্র
উচ্চশীর্ষ পরশে অভ্র
মাড়োয়ারী আর সাহেবের তরে
শুধুই কি তুমি, রাণি
খুলেছ এমন পাটের বাজার খানি—
দালালের হায়রানি ?

নীহার। জিতেনবাবু—এখন পাটের কাপড়ের কথা হচ্ছে—

ফণী। বলেচি তো—বিবাহই প্রকৃত রসায়ণ! দু'টি জিনিষ মিলিয়ে একটি করে—

কানাই। গণিত শাস্ত্রে কিন্তু উল্টো—এক আর একে দুই।

অতুল। বিবাহ একটা যুদ্ধ—জয় পরাজয় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত—

ননি। ব্যাকরণ-মতে সন্ধি—

নীহার। চিকিৎসা-শাস্ত্র মতে—বিবাহ হচ্ছে সবিরাম জ্বর। উত্তাপ, কম্প, পিপাসা প্রথম অবস্থায় সবই হয়, তার পরেই জ্বরের বিরাম—পথ্যাপথ্য নির্দ্দেশ—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, জীবিত মৎস্যের ঝোল—

প্রফুল্ল। না, না বিবাহ এ কেন হবে ? এ একটা প্রকাণ্ড Concert Party—ভালবাসা বাঁশি বাজায়, বন্ধুগণ তার পোঁ ধরে, পাড়াপড়্‌সীরা ঢোল পেটে, বধূ মন্দিরায় ঠেকা দেয়, আর স্বামী বেচারা জয়ঢাক কাঁধে হাঁ করে' নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে—

সুহাস। কতকটা তাই। বিবাহ জিনিষটাই uninteresting. কেমন জানেন ? মুদীর দোকানে জিনিষ কেনার মত! বিবাহ হয়ে গেলেই, মনে হয় স্ত্রীর প্রতি আর আকর্ষণ থাকে না, যেমন জিনিষ

কেনা হয়ে গেলেই মুদীর দোকানে আর যেতে ইচ্ছে হয় না। অবিশ্যি বিবাহ কখনও তো করি নাই—জানিনা ঠিক কি মনে হয়—

জিতেন। বিবাহ economyর দিক্ হ'তে দেখ্‌তে গেলে—মূর্খতা—সম্পূর্ণ লোক্‌সান্! স্ত্রীর ষোলো আনাই লাভ! বিবাহ, এটা একতরফা ঠিকে! পাটের দাদন—

কানাই। তবে—

সুহাস। তবে কোনো তরুণীর ভালবাসা লাভ—কবির কাছে স্বপ্নসায়রে হঠাৎ বিকসিত কামনা শতদলের সদ্যজাগরণ—

সকলে। Bravo—Bravo.

সুহাস। আমি কি চাই জানেন? যিনি আমার দেহের ও মনের একমাত্র দেবী হয়ে আমায় চিরদিন তাঁর পূজারী করে' রাখ্‌তে পারবেন; যিনি আমার মানসলোকের আব্‌ছায়াটির মত রহস্যময়ী, অন্তরের একান্ত কামনার মত সুন্দরী, দেহের ক্ষুধার মত প্রাণময়ী; যাঁর কাছে আমার সমস্ত বিশ্ব লুপ্ত হয়ে একটি বিন্দুর মত মুছে যাবে, যাঁর কাছে আমার কোনো বাণী থাক্‌বে না, কোনো শক্তি থাক্‌বে না—এমনি বিচিত্র, এমনি শক্তিময়ী সুন্দরী একটি তরুণী। আমি জানি, সে তরুণী একমাত্র আমাকে পাবার জন্যেই সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত মহাতপস্যায় নিমগ্না—

[নেপথ্যে মেসের চাকর ডাকিল—"বাবু ভাত হয়েচে, খেতে আসুন্"—]

নীহার। ঠিক—সুহাসবাবু এ যে আপনার গল্পটার মতই!

প্রফুল্ল। কোন্ গল্প?

নীহার। সেই যে "চূণ কালি"তে বেরিয়েছিল—"হাড়ে তার গজিয়েছে কচি দূর্ব্বা ঘাস—"

অতুল। বাস্তবিক—কী সুন্দর সেই গল্পটা! কি Beautiful Psychology আছে তাতে !!

[নেপথ্যে চাকরের পুনরায় ডাক]

সুহাস। (ভাবাবিষ্ট ভাবে) আমি জানি, সে আছে। আমার প্রাণ বল্‌চে, সে আছে, আছে; আমার অন্তর বল্‌চে, সে আছে আছে, আমার সর্ব্বদেহ সমস্বরে বল্‌চে, সে আছে, আছে, আছে—

[সকলে গাত্রোত্থান করিল। সুহাসও তাহাদের অনুসরণ করিল]

জিতেন। পাটের বাজার সম্বন্ধে এমন বিশ্বাস কি আমার কখনো হবে ?— [সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান :—কলিকাতা, জ্ঞানের বাটী

কাল :—অপরাহ্ন

কেকা একাকিনী গাহিতেছিল—

হাতছানি কে দেয় গো মোরে
সুরের আড়ালে—
কে তুমি মোর গানের উপর
এসে দাঁড়ালে ?
তুমি কি মোর ফাগুন-রাতের কুহু
শাঁওন-ঘন-দেয়া মুহুর্মুহু—
তুমিই কি এই শারদচন্দ্রালোক—
(আমার) বুকে ছড়ালে ?

(জ্ঞানেন্দ্রর প্রবেশ)

জ্ঞান। ও কেকা, শোনো, শোনো, একটা ভারি মজার খবর আছে—

কেকা। একটা মকদ্দমা পেয়েচ বুঝি ? এই ১৯৩৫ সালে পয়সা দিয়ে তোমার মত ব্যারিষ্টারকে নিযুক্ত করা, অবিশ্যি মজারই বটে—

জ্ঞান। আরে না, না—সে রকম কোনো সম্ভাবনাই নেই—

কেকা। বাঁচা গেল। দেশের লোক তাহ'লে সবাই মুখ্যু নয়, অন্ধও নয়।

জ্ঞান। মূর্খতা সম্বন্ধে বিলিতী কমিশন না বসিয়েও একটা মত দেওয়া চলে, আর অন্ধ যে এরা একেবারেই নয়, তাও বেশ ভালই জানি।

কেকা। কিরূপে ?

জ্ঞান। যখন পথে বেরোও, তখন একটু আশে পাশে চাইলে তুমিও বুঝতে পারবে যে লোকের দৃষ্টিশক্তি কতখানি প্রখর! যাক্—এখন শোনো, ব্যাপারটা—

কেকা। বল'—

জ্ঞান। অবশেষে সুহাসের সন্ধান পাওয়া গেছে।

কেকা। কি রকম ? কি রকম ?

জ্ঞান। সে এই কাছেই থাকে—

কেকা। কোথায় ?

জ্ঞান। এই গলিতেই একটা মেসে। সেখানে সে খুব জমিয়ে বসেচে—একাধারে কবি, বক্তা, গাইয়ে, ঔপন্যাসিক, গল্প-লেখক, আবার শুন্‌চি কি একটা কাগজের সম্পাদকও নাকি সে হচ্ছে।

কেকা। বল' কি ?

জ্ঞান। ছোক্‌রা দলে সুহাস মিত্তির, সুহাস মিত্তির, খুব নাম-ডাক পড়ে গিয়েচে! এমন কি, তার অনেক মেয়ে ভক্তও নাকি জুটে গিয়েচে ; কেউ গান শেখে, কেউ কবিতা শেখে, কেউ গল্প correct করায়, কত কি, এমনি সব।

কেকা। তা'হলে ব্যাপারটা শুধু মজার নয়, তোমার গৌরবেরও! কারণ এমন যার ভগিনীপতি—

জ্ঞান। কিন্তু সে কি বলে' বেড়ায় জান? সে বলে যে সে এখনও অবিবাহিত!

কেকা। ঠিক করে—তা নৈলে তরুণী ভক্ত জুট্‌বে কেন? সাধু সাবধান!

জ্ঞান। অর্থাৎ—

কেকা। অর্থাৎ, তার মনে দুরভিসন্ধি আছে। যাক্—আর কিছু শুন্‌লে?

জ্ঞান। আর কি শুন্‌বো? ওদের মেসেই আমার একজন বাল্য-বন্ধুও থাকে কিনা, তারি সঙ্গে কথায় কথায় এই সব তথ্য সংগ্রহ কর্‌লাম।

কেকা। কী মুস্কিল। ইশারায় তুমি কথা বোঝ' না, তোমায় নিয়ে কী করে' ঘর করি বল' ত'?

জ্ঞান। কর' আর কিছু দিন কোনো রকমে, যদ্দিন ভাল আর একটা কিছু না পাও—

কেকা। আর কিছু পাওয়াও ত' এখন আর সম্ভব বলে' বোধ হচ্ছে না। তোমার মত থদ্দের পাওয়া গিয়েছিল বলেই তো এ জিনিষ উৎরেচে—ঠকেচ তুমিই; তোমার মত এমন আর কে ঠক্‌বে বল?

জ্ঞান। তা'হলে আমি হ'লাম—

কেকা। (বাধা দিয়া) ঠিক তাই। বলি, সুহাসবাবুর কোনো বিশেষ ভক্তার উপর বিশেষ কোনো পক্ষপাত টক্ষপাত আছে, কিছু শুন্‌লে?

জ্ঞান। ও—বাপ্! না, এসব তো কৈ কিছু শুন্‌লাম না

কেকা। তা'হলে ব্যাধি এখনও দুরারোগ্য নয়। একমাত্র অষুধ মকরকেতু—

জ্ঞান। মকরকেতু?

কেকা। ঐ তোমরা যাকে মকরধ্বজ বল গো। কেতুও যা', ধ্বজাও যে তাই।

জ্ঞান। যাক্, আজ চার বৎসর পরে যে তার সন্ধান পাওয়া গেল, এই যথেষ্ট। কা'ল তা'কে গিয়ে ধরে' আনা যাক্—কী বল?

কেকা। দাঁড়াও—ভাবি।

জ্ঞান। এখন আর সে বেণুকে অপছন্দ কর্‌বে না! কি বল? সুন্দর লেখা পড়া কর্‌চে, অমন গান গায়, চেহারাটিও সঙ্গগুণে বেশ হয়েচে—

কেকা। যাও! ঘোড়-শোয়ার যতই ভাল হোক্, দু' চার দিন নতুন ঘোড়ার চাল না দেখে, তার পিঠে ওঠা উচিত নয়—এ পোষা ঘোড়া নয় তো, জংলী ঘোড়া যে—

জ্ঞান। তাহ'লে মকরধ্বজ কেন, অশ্বগন্ধা খাওয়ান উচিত—

কেকা। না গো না—এসব কাজে তোমরা চিরন্তন শিশু! কেন বৃথা কথা বল্‌তে এস? পুরুষদের এই হচ্ছে মহৎ দোষ।

জ্ঞান। কি?

কেকা। জানুক্ না জানুক্, সব বিষয়ে তারা কথা বলে।

জ্ঞান। প্রিয়ে চারুশীলে,

মুঞ্চময়ি মানমনিদানং—

কেকা। দেখ' দেখি, কেমন মিষ্টি শোনাল? যাক্—সুহাসের ব্যবস্থা তবে মকরধ্বজ আর বেণু-মধু! আশানুরূপ ফল পাওয়া না গেলে —অনুপান বদ্‌লে যষ্টি-মধুরও প্রয়োজন হ'তে পারে।

জ্ঞান। আরে সে তো পরের ব্যবস্থা, আপাততঃ কি?

কেকা। আপাততঃ সেই প্রেমিক-প্রবরকে এ বাড়ীতে আন্‌তে হবে; আসল পরিচয় না দিয়ে, বেণুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে!

জ্ঞান। সে যদি চিনে ফেলে?

কেকা। চিন্‌বে কি করে'? সে তোমাকেও চেনে না, আমাকেও চেনে না! বেণুকে চিন্‌বে ভাব্‌চ? তাও পার্‌বে না! কারণ চার বৎসর আগে, বিয়ের ক'নে এগার বছরের বেণু আর আজকের বেণুতে আকাশ পাতাল তফাৎ—

জ্ঞান। ছি ছি ছি ছি—কেকা এ বড় undignified—

কেকা। প্রেমের ব্যাপারে dignity দেখে, কেতাদোরস্ত হয়ে চল্‌তে গেলে প্রেম হয় না, আর হয়ত অনেক জিনিষই হয়। প্রেমে vini vidi vicir দৃষ্টান্তই বেশী।

জ্ঞান। তাহ'লে কি আবার নতুন করে' এদের—

কেকা। হাঁ গো হাঁ—জানো না? নিজের বিবাহিত স্ত্রীটি ছাড়া, তোমাদের চোখে যে আর সব নারীই সুন্দরী।

জ্ঞান। এ বড় বিশ্রী কাণ্ড হবে, কেকা—

কেকা। তোমায় তো এ দৌত্যের ভার নিতে হবে না। তুমি এ রঙ্গনাট্যের দর্শকরূপে থাক্‌বে। আমি এ এমন করে' produce করে' দেব,' যা' দেখে Griffith, Lubitschও অবাক্ হয়ে যাবেন—

জ্ঞান। তা' যেতে পারেন, তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে রঙ্গনাট্য শেষে ট্রাজেডি না হয়ে পড়ে—

কেকা। কোনো ভয় নেই। শোনো, কবিবরকে বেণুর Tutor করে' দাও—গান শেখাবে।

জ্ঞান। বেণু যদি চিনে ফেলে?

কেকা। সে আমি দেখ্‌ব, যাতে না চেনে—

জ্ঞান। তা কি করে' হয়?

কেকা। হয় গো হয়, সে ভার আমার—

(বেণুর প্রবেশ)

কেকা। আজ যে তোর এত দেরী হল, বেণু?

বেণু। স্কুলে Prize distribution হচ্চে কি না—তাই তার programme ঠিক হচ্ছিল।

জ্ঞান। কী Programme হ'ল?

বেণু (একখানি কাগজ দিয়া) এই যে—

কেকা। আমি যে তোদের ইস্কুলের স্বর্গীয়া ছাত্রী, কৈ আমার নেমন্তন্ন হ'ল না?

বেণু। বাঃ তোমার নেমন্তন্ন হবে না? কী বল' বৌদি? এই যে তোমার চিঠি—আমি Special carrier হয়ে' তোমার চিঠি নিয়ে এসেচি। (পত্র প্রদান)।

কেকা। আহা, তার জন্যে বেণুরাণী আমার কাছে শীঘ্রই একটা অতিরিক্ত পুরস্কার পাবে—প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ Studentshipএর সবটা পারব না—প্রেমচাঁদটা তোকে দেবই।

জ্ঞান। (কেকাকে Programmeখানা দিয়া) দেখ', শ্রীমতী বেণু মিত্রের গান।

কেকা। তাই নাকি? (পড়িয়া) তাইত!

বেণু। আমি মায়াদি'কে পঞ্চাশবার মানা কর্‌লাম—তিনি শুন্‌লেন না।

কেকা। বেশ করেচেন, শোনেন নি। দাঁড়া, এইবার তোর গানের একজন ভালো মাষ্টার রেখে দিচ্ছি—আমার দ্বারা আর সুবিধে হচ্ছে না। দেখ' ত' গো একজন ভালো গাইয়ে, যে আধুনিক সব গান বেশ জানে।

জ্ঞান। আচ্ছা—

কেকা। এই রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনী সেন, সুহাস মিত্তির, এঁদের গান যে ভালো জানে এমন একজন মাষ্টার।

জ্ঞান। দেখ্‌চি—(প্রস্থান)

কেকা। সে গানটা রপ্ত হল?

বেণু। কোন্‌টা? "ভেবেছিনু আমি—"টা?

কেকা। হাঁ, সেইটে ঠিক করে' নে'—

বেণু গাহিল—

গান

ভেবেছিনু আমি তোমারে যা', প্রিয়

তাহা নও, তুমি তাহা নও—

বচন তোমার নহে ত' অমৃত

যাহা কও, তুমি যাহা কও।

বহিরন্তরে তোমার মাধুরী
ধরা পড়ে গেছে সকলি চাতুরী
কেবলি ছলনা, ঘাতকের ছুরি
যাহা বও, প্রাণে যাহা বও,—
রচি মিথ্যার দর্ভ-আসন
মৃত্যু-শ্মশানে নন্দনবন,
ভুলায়ে সবায়, ওগো মায়ামৃগ
প্রাণ লও, হেসে প্রাণ লও ॥

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান :—মেসে সুহাসের কক্ষ

কাল :—মধ্যাহ্ন

[সুহাস কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে আবৃত্তি করিতেছে—]

জাগো সুন্দরি, নব-যৌবন-মহিমায়—
লুটাক্ ধরণী চরণে তোমার
রমণীয় গরিমায়।
হিম-গিরি সম উচ্চ করিয়া বুক
দিগন্ত মত চুম্বন-উন্মুখ
নীল নভো সম পরিয়া দিগংশুক
বাসবের ধনু-অনুরঞ্জিত
নয়নে অবলীলায়—
জাগো যৌবন-মহিমায়॥
জাগো বিপুল প্রলয়-লালসায়
জাগো নিখিল পুরুষ-জিগীষায়
জাগো অতন্দ্র পূর্ণ-চন্দ্র
গন্ধ-ব্যাকুল জোছনায়—
জাগো উন্মাদ ফেণিল লাস্যে
মধুময়ী মদিরায়—
জাগো যৌবন-গরিমায়॥

—লীলা! লীলা!! কি ভুবনভোলানো নাম! যেমন নাম, তেমনি রূপ! লীলা আমার, শিষ্যা আমার, ভক্ত আমার—তুমি কি আজও বুঝ্‌তে পারনি, দেবি, আমিই যে তোমার প্রকৃত সেবক, সত্যিকারের পূজারী! তোমার ঐ ভুবনমোহন অথই রূপসাগরে আমি তলিয়ে গিয়েচি—আমায় তোলো—প্রিয়তমে—! তুমি তরুণী নারী কি? না, সেই বিরাট গুণীর বিচিত্র সৃষ্টি—অপরূপ লীলা? সপ্তলোকের সমস্ত যৌবনমধু, নিখিল মানবের পুঞ্জীভূত কামনা, বিশ্বের বিশাল ঐশ্বর্য্যের রস-ঘন মূর্ত্তি তুমি, লীলা! লীলা—তুমি শুধু তরুণী নও, কেবল সুন্দরী নও—তুমি ইন্দ্রধনুর একখানি সমারোহ, রূপের স্বপ্ন, সঙ্গীতের রূপ! লীলা—লীলা—তুমি যে ফেণায়িত মদ্য, একটা প্রচণ্ড পিপাসা, একটা দুর্ব্বিষহ কামনা—তুমিই কি সৃষ্টির আদিকাল হ'তে আমায় কামনা কর্‌চ? বল'—বল'—

[একখানি চিত্রকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন]

[দ্বার ঠেলিয়া জ্ঞানের প্রবেশ ও সুহাসের ভাবান্তর]

জ্ঞান। নমস্কার, আশা করি, আপনিই আমাদের তরুণ বাংলার মাথার মণি বরেণ্য কবি সুহাসচন্দ্র মিত্র—

সুহাস। (গদগদ ভাবে, প্রতি-নমস্কার করিয়া) মহাশয়?

জ্ঞান। আমার নাম শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করি—থাকি এই গলিতেই—নিবাস পূর্ব্ববঙ্গ চট্টগ্রামে—আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে এলুম—

সুহাস। বসুন্—বসুন—বস্‌তে আজ্ঞা হয়—

জ্ঞান। (তক্তাপোষে বসিয়া) কিছু মনে কর্‌বেন্ না সুহাসবাবু,

আপনার আমি একজন নগণ্য ভক্ত! ব্যবসায়ে কিছু হয়-টয় না, মিছেমিছি বার লাইব্রেরীতে ভীড় না বাড়িয়ে আপনার কাছে কাব্যচর্চ্চা করতে এসে পড়লুম—

সুহাস। (মৃদু হাস্যে) বেশ তো—এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার মত লোকের পায়ের ধূলো—

জ্ঞান। কিছু না, কিছু না—এর পর ভক্তবৃন্দের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন—

সুহাস। সেটা পরম ভাগ্য বলে' মনে করি—আমি আর এমন কি লিখেচি?

জ্ঞান। কী লিখেচেন? একবার যদি বিলেত যেতেন, তা'হলে বুঝতে পারতেন—আপনার কাব্যের দাম কত! এই হতভাগ্য দেশে জন্মেচেন বলেই আজ পর্য্যন্ত আপনার সমুচিত আদর হয় নাই—

সুহাস। হেঁ হেঁ—(হাতে হাত ঘষিতে ঘষিতে)—কবিই হয়েচি, কিন্তু ধনী তো নই—

জ্ঞান। ঐটেই আমাদের দেশের বড়লোকদের জীবনে মস্ত ট্র্যাজেডি—

সুহাস। কিন্তু উপায় নেই—

জ্ঞান। বটে—তবে আপনি একবার বিলেত গেলে, নোবেল প্রাইজটা আপনার নির্ঘাৎ—

সুহাস। অনেকে তাই বলেন্ বটে, কিন্তু—

জ্ঞান। এতে কোনোই 'কিন্তু' নাই, সুহাসবাবু, আপনার মত প্রতিভা, জগতে দুর্ল্লভ—কিছু মনে করবেন্ না, সুহাসবাবু, আপনার

আমি বহুকালের ভক্ত, কাজেই উত্তেজনার ঝোঁকে দু'একটা বেফাঁস কথা যদি বলে' ফেলি, তা'হলে কিছু মনে কর্‌বেন্ না—

সুহাস। সে কি কথা, জ্ঞানবাবু, সে কি ?

জ্ঞান। আমার বিশ্বাস—রবীন্দ্রনাথ চেয়ে আপনি ছোট তো ননই বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে Excel করে' গেছেন—

সুহাস। 'জাম্বুবান্' তাই লিখেছিল বটে—আরো অনেকেই বলেন—

জ্ঞান। অত্যন্ত সত্য কথা! দেখুন না আমিও তো তাই বল্‌চি—। এ সবাই বল্‌বে—আপনার "স্বপ্নবিলাস" কবিতাটি বঙ্গ-সাহিত্যের কৌস্তুভমণি—

সুহাস। আজ্ঞে, 'স্বপ্নবিলাস' আমার লেখা নয়, ওটা আমার বন্ধু কামিনী কর্ম্মকারের—

জ্ঞান। ও—হাঁ, তাই বটে!

সুহাস। আপনি বোধ হয় আমার "স্ক্যাভেঞ্জার" কবিতার কথা বল্‌চেন ?

জ্ঞান। হাঁ, হাঁ, স্ক্যাভেঞ্জার স্ক্যাভেঞ্জার Superb, আমার চিরকালই স্ক্যাভেঞ্জারে আর স্বপ্নবিলাসে গোলমাল হয়ে যায়—কিছু মনে কর্‌বেন্ না। বল্‌লাম যে, কোন রকমে বিলেতটা যদি একবার আপনি যেতে পার্‌তেন, সুহাসবাবু—

সুহাস। পয়সা কই ?

জ্ঞান। আপনি বিবাহিত ?

সুহাস। আজ্ঞে না—

জ্ঞান। তবে আর কি ? এই তো সুযোগ—

সুহাস। কি রকম?

জ্ঞান। একজন Heiress দেখে বিয়ে করে'—তাঁর টাকায় দুইজনে বিলেত চলে যান্—

সুহাস। সেইটেই কি সোজা হল, জ্ঞানবাবু?

জ্ঞান। আপনার মত সুবিখ্যাত লোকের পক্ষে এ একেবারেই শক্ত নয়—

সুহাস। সোজা হলে কি আর এই মেসে জীবন কাটাতাম? অর্থাভাবেই ত'—

জ্ঞান। আপনার দেশ কোথায় সুহাসবাবু? সেখানে কে আছে আপনার?

সুহাস। দেশ আমার একটা অজ পাড়াগাঁয়ে—মুর্শিদাবাদ জেলায়। সংসারে আমার কেউ নাই বলে' আমি সেখানকার বাস উঠিয়ে দিয়ে কল্‌কাতা চলে এসেচি।

জ্ঞান। বেশ করেচেন্। কল্‌কাতাই আপনার মত লোকের যোগ্য বাসস্থান!—আমার একটা নিবেদন আছে, সুহাসবাবু, যদি অভয় দেন্ তো বলি—

সুহাস। সে কি কথা, জ্ঞানবাবু, আপনি নিশ্চয় বল্‌বেন—আমার ভক্ত আপনি—আমার কাছে সঙ্কোচ কিসের?

জ্ঞান। আপনার মহানুভবতায় আপ্যায়িত হলাম। আমার একটি ভগিনী আছে, 2nd Classএ পড়ে, সে আপনার ভয়ানক ভক্ত। আপনার গান ছাড়া সে আর কারো গান গাইতে চায় না—অথচ শেখাবার লোক পাই না। গানে তার ভয়ানক ঝোঁক—

সুহাস। ও তা বেশ—আমি আমার গানের খাতাটা দোব?

জ্ঞান। খাতা নিয়ে কর্‌ব কি? আপনি যদি দয়া করে' তা'কে রোজ একটু করে' শেখান্—ত'হলে বড় উপকৃত হই—

সুহাস। রোজ—যদিও না হয়—

জ্ঞান। রোজ হলেই ভাল হয়—তা' আপনার যখন অবসর হবে। দয়া করে' অসম্মত হবেন না! আপনার যথাযোগ্য সম্মান কর্‌বার স্পর্দ্ধা আমার নেই, তবে অগ্রিম এই এক মাসের যৎসামান্য দক্ষিণাটি—

[৫০টি টাকা সম্মুখে রাখিল]

সুহাস। (আনন্দাতিশয্যে)—হেঁ হেঁ টাকা—টাকা—কেন?—আমি—অমনিই—অমনিই—

জ্ঞান। সে কি হয়? সে কি হয়? তা'হলে কাল থেকেই—যখন আপনার সুবিধে হয়—আমার ঐ লাল বাড়ী—১৭ নম্বর—তবে আসি—কবিবর—আজ আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন—নমস্কার—

সুহাস। নমস্কার—নমস্কার—

[জ্ঞানের প্রস্থান।

ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন! মাসে ৫০টা করে টাকা!…মেসের খরচ, হাত খরচটা চলে' যাবে ত'? ব্যস্—আর চাই কি?…অধিকন্তু—নিত্য কিছুক্ষণ…তরুণীই হবে…2nd Classএ যখন পড়ে…১৬।১৭র বেশী নিশ্চয়ই হবে না…অধিকন্তু নিত্য কিয়ৎক্ষণ তরুণীর সঙ্গলাভ…ব্যারিষ্টারের ভগিনী…আমার গানের ভক্ত, কাব্যের অনুরক্ত…আর কিছু নয়?…নিশ্চয়ই…Heiress বিয়ে করে যুগলে বিলেত যাওয়া…

তবে কি এ নিজের কথাই বলে' গেল নাকি?…এর পয়সাতেই কি আমার বিলাত গমন ভাগ্যে আছে নাকি?…একজন জ্যোতিষী—

[হঠাৎ পাশের বাড়ীর জানালা খুলিয়া গেল। বেণুকে দেখা যাইতেছিল, বেণু গাহিতেছিল—]

গান

কণ্ঠে আমার গানের গোলাপ ফোটে—
বেদনা তার রক্তিমাতে, স্মৃতির কাঁটায় লতিয়ে ওঠে ॥
অন্তরে যে ঝড় বয়ে' যায়—
কাঁপন তোলে পাতায় পাতায়,—
আঁধার ঘন রাতের ছায়ায়—
সুবাসে মোর নিশাস ছোটে!

[অন্তরালে গমন]

[সুহাস একাগ্র দৃষ্টিতে শূন্য জানালার পানে চাহিয়া রহিল]

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান :—জ্ঞানের বাটীস্থ কক্ষ

কাল :—সন্ধ্যা

বেণু। এ অভিনয় আমি করতে পারব না, বৌদি', আমায় মাপ কর'—

কেকা। ন্যাকা মেয়ে! পারব' না—

বেণু। ন্যাকামি করতেই তো বলচ'—

কেকা। ওরে স্ত্রীলোকের জীবনের আট আনা হচ্ছে ন্যাকামি, ছ'আনা তার অভিনয়, আর বাকী দু' আনা হচ্ছে পাঁচমিশেলী—এটা ওটা সেটা যেমন পাঁচফোড়ন—

বেণু। আর উনি যদি চিনে ফেলেন?

কেকা। সে পথে আগেই কাঁটা দিয়েচি, কোনো ভাবনা নেই তোর—

বেণু। যাও—তুমি বড় ইয়ে—

কেকা। একটু আধটু ইয়ে না হলে কি স্বামী পাওয়া যায়, ভাই?

বেণু। যাও—

কেকা। স্ত্রী শুধু হলেই হয় না, বেণু। স্বামীরূপ জীবটিকে আটকে রাখা মস্ত বড় আর্ট—

বেণু। আহা, কি আর্ট?—এ flirt—

কেকা। বাস্তব জগতে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ঈশ্বরদত্ত রূপকে ঘষে মেজে সাজিয়ে গুছিয়ে ধর্‌বার প্রথা সনাতন, কেন না তার দ্বারা রূপের আকর্ষণী শক্তি বাড়ে; ছবির পেছনে একটা Background না থাক্‌লে, ছবির রূপ খোলে না; রচনায় অলঙ্কার না দিলে তার উৎকর্ষ হয় না, উঁচু দরের সাহিত্যও হয় না।

বেণু। এতও তুমি জানো বৌদি'—তুমি শীগ্‌গির "স্বামীবিজ্ঞান" বলে' একখানা বই লিখে ফেল'—খুব কাট্‌বে—

কেকা। বলিস্ কি? (বেণু লজ্জায় আঁচলে মুখ ঢাকিল) স্বামী হচ্ছে স্ত্রীদের লেজ—তাকে রীতিমত চালনা কর্‌তে হয়। তা' যদি না পারিস্, তা'হলে বেতো পায়ের মত সে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হবে।

বেণু। চালনা মানে কি ছলনা?

কেকা। ছলনাই তো পুরুষরা চায়। ওতেই ওদের প্রচণ্ড নেশা—ওরা কেবলি নূতন চায়, বৈচিত্র্য চায়—কাজেই, ছলনা চাই বৈকি একটু আধটু—নৈলে বৈচিত্র্য হবে কোত্থেকে?

বেণু। তাই নাকি?

কেকা। তাইই। দেখ্‌বি, যাদের স্ত্রী নিতান্ত সাদাসিধে, একঘেয়ে বৈচিত্র্যবিহীন—তাদের দাম্পত্যজীবনও বিবাহের দু'দিন পরেই কেমন আপনাআপনিই শেষ হয়ে যায়—

বেণু। অধিকাংশ বাঙালী ঘরেই তো এই—

কেকা। সেই জন্যেই বাঙালী স্বামীরাও সব বা'র-মুখো;—অথচ সাহেবরা সাধারণ বাঙালী স্বামীদের চেয়ে ঢের বেশী পত্নী-পরায়ণ—

বেণু। কেন?

কেকা। কেন না, মেম্ সাহেবরা স্বামীদের সত্যিকারের সঙ্গিনী ও বান্ধবী তো বটেই, অধিকন্তু স্বামীকে মুগ্ধ করে' রাখবার আর্টটিও তারা বেশ ভালই জানে, যা' আমাদের বাঙালী মেয়েরা মোটেই জানে না।

বেণু। না জানার কারণ কি বৌদি?

কেকা। শিক্ষার অভাব, ভাল সমাজে মেলামেশার অনভিজ্ঞতা, পিতামাতার সংকীর্ণ অনুদার ব্যবহার আর সবার উপর মেয়েদের নিজেদের চিন্তাশক্তির অভাব।

বেণু। মেয়েদেরই সব দোষ?

কেকা। নিশ্চয়! আমাদের সাধারণ বাঙালী মেয়েরা হয় নিতান্ত গোবেচারা আর নয় উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি। গোবেচারা অকারণ কষ্ট করে, আর উগ্রচণ্ডারা সংসারে অশান্তি আনে। কিন্তু এই দুয়ের মাঝামাঝি স্থির ধীর বিবেচনাশীল মেয়ে খুব কম।

বেণু। এতও তুমি জানো, বৌদি?

কেকা। না জান্‌লে চলে কৈ? তোর মতন তো আর আমার দাদা বৌদি নেই?

বেণু। এতে আমার মত সৌভাগ্য কার?

কেকা। শোন্, যা বলি তাই কর্—সোণা পাকা কর্‌তে হলে, খাদ একটু চাই—

বেণু। যদি ঠিক তাল না রাখ্‌তে পারি—

কেকা। না রাখ্‌তে পার'—তুমি পস্তাবে—

[বেণু চিন্তিত ভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল]

একটা নতুন্ গান শেখ্—

গান

তোমারি আমি বলি তোমারে ভালবাসি—
নিখিল সুন্দর তোমারে পরকাশি ॥
এ কায়া নহে মম—এ তব পদছায়া,
এ প্রাণ নহে মম—তোমারি স্নেহ মায়া,
দেউল-দ্বারে তব আমি যে চির দাসী ॥

[জ্ঞানের ব্যস্তভাবে প্রবেশ]

জ্ঞান। অবশেষে তোমার বুদ্ধির তারিফ্ না করে' থাক্‌তে পার্‌চি না, কেকা—

কেকা। একটা কাগজে লিখে দাও, আমার বস্‌বার ঘরে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখে দেব। তারপর, অভিসারের কি ফল হল, তাই বল'—

[বেণুর সলজ্জভাবে প্রস্থান।

জ্ঞান। তুমি যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছিলে ঠিক তেমনিটি তো করেইচি, অধিকন্তু ন দোষায় বলে'—মুখস্ত পার্টের বাইরেও বহুৎ লাগসৈ বচন আউড়ে দিলাম! অভিনয়ে একেবারে first class first, gold medal !

কেকা। বটে ?

জ্ঞান। একদম্! আর সে বাঁদরও অভিভূত হ'য়ে গপাগপ্ গিল্‌তে লাগ্‌ল'—

কেকা। চিন্‌তে পারে নাই ?

জ্ঞান। একটুও না! আর কি করেই বা চিন্‌বে? সে তো

আমায় কখনো দেখে নাই? ছেলে বেলায় সে থাক্‌ত' তার মামার বাড়ীতে, তারপর তার পিতার মৃত্যুর পর সে কমলপুরে আসে—তখন আমি বিলেতে! তবু সাবধানী কম ছিলাম না—বল্লুম, বাড়ী চাট্‌গাঁয়ে—আর কি?

কেকা। বটে? তা'হলে তোমার বুদ্ধি আছে ত'?

জ্ঞান। থাক্‌বে না?

যা দেবী বুদ্ধিরূপেণ মদ্‌গৃহেষু সংস্থিতা—

কেকা। ঠিক—সুখী হলাম, এতদিনে তুমি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ দু'টোতেই বৃত্তি পাবার যোগ্য হয়েচ—

জ্ঞান। এতদিন তবে প্রথমটাতেই article clerk ছিলাম না কি?

কেকা। তা কি এখনো সম্যক্ বোধগম্য হচ্ছে না? যাক্—তা'হলে কবিবরকে জালে ফেলেচ'?

জ্ঞান। বঁড়্‌শী গিলেচে, এইমাত্র—

কেকা। বল্‌লে—বিয়ে করে নাই?

জ্ঞান। হাঁ, তা তো সে বলেই—

কেকা। তা'হলে ভরসা হচ্ছে—

জ্ঞান। কিসের?

কেকা। জালে ওঠার।

জ্ঞান। দেখো—জাল টান্‌তে গিয়ে তুমি যেন আবার জলে পড়ে' যেয়ো না—

কেকা। ভয় নেই— আমার খুঁটোর জোর আছে—

জ্ঞান। আর খুঁটো! সে ঠুঁটো জগন্নাথ মাত্র! হায়, হায়, প্রেমে পড়ে' লোকে এমন ভেঁড়াও হয়?

কেকা। সেকি কথা? আমি তো দেখ্‌চি, প্রেমে পড়ে' ভেঁড়াই মানুষ হয়—যথা—(জ্ঞানকে নিদর্শন)—

জ্ঞান। বটে? দাঁড়াও—মুখবন্ধ করে দিই—

কেকা। সে তো হয়েই আছে। আদিরসের আলোচনাটা একটু স্থগিত রেখে, পবিত্র মধুর রসের পরিচয় নেবে এস—

জ্ঞান। সর্ব্বদা, সর্ব্বথা, সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত—

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান :—বেণুর পাঠ-কক্ষ

কাল :—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ

বেণু গাহিতেছিল—

গান

যখন যেরূপে খুশী তব সখা
এস হে তেমনি দেবতা মোর—
কোমল দয়াল মুরতি না হও
হয়ো নিকরুণ কঠোর ঘোর ॥
যদি এস তুমি দুখের মতন
সে হবে আমার বুকের রতন,
তোমারি দেওয়া এ হউক আমার
নয়নের মণি নয়ন-লোর ॥
যদি এস তুমি ব্যথা ব্যাধি হয়ে
তনু ভরি তব অনুভূতি ল'য়ে
তোমার করুণ পরশ মানিয়া
রহিবেনা মোর সুখের ওর :—
সর্ব্বনাশের মত এস যদি
ভেসে যাব আমি তাহে নিরবধি
করি কলঙ্কে ললাট-তিলক
অপমানে বেণী বাঁধিব মোর ॥

সুহাস। আচ্ছা কল্পনা, তুমি যে গান গাও—তার মধ্যে কি কোনো উদ্দেশ নেই?

বেণু। বুঝ্‌তে পারলাম না মাষ্টার মশায়!

সুহাস। আমি বল্‌চি, এই যে,—অর্থাৎ কিনা, তোমার গানের কোনো উপলক্ষ্য কেউ আছে কিনা—

বেণু। শিক্ষা উপলক্ষ্য ছাড়া আর কোনো উপসর্গ বা উপদ্রব আপাততঃ আমার নেই, মাষ্টার মশায়—

সুহাস। সত্যি ব'ল্‌চ, কল্পনা? এত দরদ কি অহেতুক হয়?

বেণু। আমি নিতান্ত অকবি মাষ্টার মশায়, হেতু-মেতু অত বুঝিনা—গান শিখি, গান গাই—

সুহাস। কোকিল পাপিয়া শ্যামা অহেতুক গান গায়, নদী নির্ঝরিণী অহেতুক কলতানে বয়ে' যায়, জ্যোৎস্নাধারা অহেতুকই ছড়িয়ে পড়ে—মানুষ তা' উপভোগ করে—

বেণু। মরুক্‌ গে সে বদ্‌খেয়ালী মানুষগুলো, আপনি গান শেখান্‌—আমি ও সব কাব্য-টাব্য অত বুঝি না—

সুহাস। সে কি কথা, কল্পনা? তোমার নামটাই যে একখানা কবিতা; তোমার দেহখানা ললিতা ছন্দের কাব্য, তোমার দৃষ্টিতে বসন্ততিলক, গমনে শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত, অঙ্গহিল্লোলে ভুজঙ্গপ্রয়াত, রূপে মন্দাক্রান্তা ছন্দের একখানি মহাকাব্য—

বেণু। মা গো! কবিরা এত উদ্ভট কথাও বল্‌তে পারে?

সুহাস। হায় তরুণি, কস্তুরীর মত তুমি বুঝ্‌তে পার্‌চ না যে তুমি কী!

বেণু। আমি আবার কী? (উচ্চহাস্য)

সুহাস। তুমি মৃগনাভির চেয়েও সুগন্ধি, দক্ষিণানিল চেয়েও মেদুর, মদিরার চেয়েও উগ্রতর—

বেণু। কৈ এমন তারিফ্ তো আমায় আর কখনো কেউ করে নাই?

সুহাস। করে নাই, তার কারণ কোনো পুরুষের এমন সৌভাগ্য কখনো হয় নাই। তোমায় দেখে আমার কি মনে হয় জানো, কল্পনা?

বেণু। কি? একেবারে অখাদ্য নিশ্চয়ই নয়—

সুহাস। আমার মনে হয়—যেন জগতে আর কেউ নাই, কেবল তুমি আর আমি। তুমি নারী, আমি পুরুষ! তুমি রাণী—আমি—

বেণু। আর আমার কি মনে হয় জানেন মাষ্টার মশায়?

সুহাস। কি—কি মনে হয় শোভনা কল্পনা!

বেণু। আপনি কবি, আমি অকবি, আপনি মাষ্টার, আমি ছাত্রী; আপনি অনাত্মীয় পুরুষ, আমি ভদ্রকন্যা।

সুহাস। (অপ্রতিভ ভাবে) হেঁ হেঁ—তুমি রহস্য কর্‌চ', কল্পনা?

বেণু। আপনার সঙ্গে আমি রহস্য কর্‌তে পারি, মাষ্টার মশায়? অত বড় কবি আপনি—

সুহাস। যত বড়ই হই—তোমার কাছে আমি নিতান্ত ক্ষুদ্র, ভিখারী—

বেণু। এ সব আজ কী বল্‌চেন, মাষ্টার মশায়? কৈ এই তিন মাসের মধ্যে এমন ভাবের কথা কইতে তো আপনাকে কখনো শুনিনি—

সুহাস। সারা বছর বসন্ত আসে না কল্পনা—সে একদিনই আসে—মলয়ানিলের উত্তরীয়টি দুলিয়ে, বকুলবীথির পথে, শিমুলের মত রাঙা গালে ধীরে ধীরে সে আসে—তাকে যতই বারণ কর', সে কারু মানা মানে না। আষাঢ়ের নব মেঘ যখন আসে তখন সে কি উচিত অনুচিত ভাবে ?

বেণু। কিন্তু আপনার এ আষাঢ়ে ভাবের মানা উচিত—

সুহাস। তা' হয় না, কল্পনা ! এতদিন ভূমিকম্প হয়নি বলে' যে কখনো হবে না, তার তো কোনো মানে নাই—

বেণু। তার মানে নাই, কিন্তু ভূমিকম্পের মানে আছে এবং তাতে ভূমির সমূহ ক্ষতি—

সুহাস। (ম্লান ভাবে সদীর্ঘশ্বাস) কল্পনা—পুরুষের অন্তরবেদনা, নারী যদি না বোঝে—

[বেণু সকৌতুকে নেপথ্য পানে চাহিল, নেপথ্য অন্তরালে
কেকাকে একবার দেখা গেল।]

বেণু। আচ্ছা মাষ্টার মশায়, আপনার সেই ছাত্রী এবং বান্ধবী লীলার কথা তো আজকাল আর বড় বলেন না ?

সুহাস। লীলা—লীলা—সে চলে গেছে—

বেণু। আহা, মারা গেল ? আহা হা—

সুহাস। না, না, মারা যায় নাই, তবে গেলে বোধ হয় ভালই হ'ত—

বেণু। কেন ?

সুহাস। একটা স্বর্ণগর্দ্দভের সঙ্গে বিয়ে করে' সে লক্ষ্ণৌ চলে গেছে—

বেণু। তাই তো মাষ্টার মশায়—আপনার জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে—

সুহাস। দুঃখ কিসের, মোহিনী কল্পনা? তবে প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েচি—

বেণু। তাতো পাবার কথাই—তাই তো আমার দুঃখ হচ্ছে—

সুহাস। যাক্—তোমার জন্যে আজ একটা নূতন গান রচনা করেচি, শুন্‌বে?

বেণু। বাঃ শুন্‌বো না কি রকম? পড়ুন্ পড়ুন্—এক্ষুনি ওর সুরটা পর্য্যন্ত আদায় করে' তবে ছাড়্‌ব—

সুহাস। (পড়িতে লাগিল)—

আমি নিত্য দাঁড়াব পথে তব
তুমি যখন যে পথে যাবে—
ওগো কি জানি কখনো যদি চাও
তবে হয়ত দেখিতে পাবে॥

কৃপণনয়নকোণে চাহনি যদি না জুটে
নত গ্রীবা এ মিনতি-নিবেদনে নাহি উঠে
চিরচঞ্চল তব চরণছন্দরাগে
অন্ধ বাসনা মম বন্ধন যদি মাগে
একটি সোহাগ-বাণী দিও ওগো দিও রাণি,
অনুগত দাস চির চা'বে॥

নিখিল ভুবন মাঝে ফলিত তোমারি ছবি
আমার বেদনা ব্যথা আমারে করেছে কবি
আমার বিরহ-বাণী সঙ্গীতে রণরণি
নিখিল হিয়ার মাঝে বহাইবে সুরধূনি
অন্তর ভরা গাঢ় এ বেদনা সমারোহ
চিরদিন তব জয় গা'বে ॥

বেণু। চমৎকার! আচ্ছা মাষ্টার মশায়, এ তুমিটি কে?

সুহাস। এ কথা কি এখনো বোঝ'নি, কল্পনা? এটা বুঝ্‌বার মত বয়স তো তোমার হয়েচে—

বেণু। আপনার মনে কি ভাব আসে, তা' আমি কি করে' বুঝ্‌ব?

সুহাস। (খপ্ করিয়া বেণুর হাত ধরিয়া গাঢ় ভাবে)—কল্পনা, কল্পনা, দেবী—আমার জাগ্রতের সুখ, সুপ্তির স্বপ্ন, আর আমায় ছলনা করো না! নিষ্ঠুর হয়ো না—বল' তুমি আমার হবে—আমার—আমার—

বেণু। (রোষের ভাণে সজোরে হাত ছাড়াইয়া) মাষ্টার মশায়—এত নীচ আপনি? আমি আপনার ছাত্রী, একজন ভদ্রকন্যা—শিক্ষক হ'য়ে তার ঘরে ঢুকে তাকে অপমান কর্‌তে আপনার লজ্জা হয় না? আপনি না কবি? এই আপনার ভদ্রতা?

সুহাস। (হতভম্ব ভাবে সকাতরে)—আস্তে আস্তে, কল্পনা, আস্তে কথা কও! আমায় মার্জ্জনা কর'—আমি বড় অন্যায় করেচি—আর কখনো এমন হবে না! এইবারটির মত আমায় মাপ কর'—

বেণু। (আরও জোরে) আস্তে কেন? আস্তে কেন? আপনার এত বড় স্পর্দ্ধা যে আপনি আমার হাত চেপে ধরেন?

সুহাস। (ব্যাকুল ভাবে) তোমার পায়ে পড়ি, কল্পনা, আমায় ক্ষমা কর'। আমি কাণ মল্‌চি, নাকে খৎ দিচ্ছি—আর গোলমাল করো না এক্ষুণি তোমার বৌদিদি শুন্‌তে পাবেন—

[ধীরে ধীরে কেকার প্রবেশ]

কেকা। (নেপথ্য হইতে) কি বৌদিদি শুন্‌তে পাবে রে কল্পনা? (বাহিরে আসিয়া) গম্ভীর ভাবে উভয়কে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া) এত চেঁচামেচি কিসের? কি ব্যাপার কিরে, কল্পনা?

বেণু। (ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে) দেখ' তো বৌদি'—ইনি আমার হাত চেপে ধরে' আমায় প্রেম নিবেদন কর্‌চেন। এমন মাষ্টার তোমরা আমায় এনে দিয়েছিলে বৌদি?—

[বলিতে বলিতে ছুটিয়া প্রস্থান।

কেকা। একি সত্যি সুহাসবাবু?

সুহাস। (শুষ্ক কণ্ঠে কাঁপিতে কাঁপিতে) আজ্ঞে, সত্যি—ঠিক নয়—তবে কি না—আমায় ক্ষমা করুন্—

কেকা। আপনার স্পর্দ্ধা তো বড় কম নয়, সুহাসবাবু—আপনাকে ভদ্রলোক বলে, ঘরে স্থান দিয়েছিলাম—কিন্তু আপনি যে এমন নীচ, জঘন্য প্রকৃতির—তা কি জান্‌তাম—

সুহাস। (কম্পিত ভাবে) দয়া করুন্, মিসেস্ ঘোষ, আপনি আমার মাতৃস্থানীয়া, আমার এই প্রথম অপরাধ মার্জ্জনা করুন্—

কেকা। মার্জ্জনার মালিক আমি নই—আমার স্বামীকে খবর দিচ্ছি, তিনি যা’ কর্‌বেন্, তাই হবে—

[প্রস্থান।

সুহাস। দোহাই মিসেস্ ঘোষ—দোহাই আপনার—(দরজা টানিয়া) চলে গেল! জয় মা কালী; মা মঙ্গলচণ্ডী, মা মধুসূদন—রক্ষে কর মা—মা বুড়োশিব—বাবা বুড়োশিব—প্রাণটা বুঝি নেহাৎই গেল! ছি ছিঃ, কেন ছুঁড়িটার সঙ্গে—দূর হোক্ গে ছাই—কেন আমার এমন দুর্ম্মতি হল?

[নেপথ্যে "আমার রিভল্‌ভারটা কোথায়? রিভল্‌ভার—রিভল্‌ভার"]—ওমা, এ যে রিভল্‌ভার আনে—এখন উপায়,—(উন্মত্ত ভাবে চুল টানিয়া কক্ষ মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া—জানালা ভাঙ্গিতে উদ্যত) তারও জো নেই—য়্যাঁ—কি করে’ প্রাণ বাঁচাই? অবশেষে, প্রেমপরিণাম মৃত্যু! য়্যাঁ—

[দ্বার খুলিয়া জ্ঞানের প্রবেশ। পকেটে রিভল্‌ভার দেখা যাইতেছিল।]

জ্ঞান। (গম্ভীর ভাবে) এ সব কী শুন্‌চি?

সুহাস। (রিভল্‌ভারের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, কম্পিত ভাবে)—আমায় রক্ষা করুন্ জ্ঞানবাবু—আমি নির্দ্দোষী—আমার প্রাণ বাঁচান—(পদতলে পতন)

জ্ঞান। সেটা এত সোজা নয়—রাস্কেল্—নীচ—মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হ’—

সুহাস। (তদবস্থায়) এইবারকার মত আমায় বাঁচান্—দোহাই

আপনার জ্ঞানবাবু—আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েচে—নরহত্যা কর্‌বেন না—আমি কবি, বিখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক—

জ্ঞান। নরহত্যা তো নয়, বানরহত্যা কর্‌ব—

[ব্যস্ত সমস্ত ভাবে মেস্ হইতে কানাই, অতুল, ননি, ফণী, প্রফুল্ল, জিতেন ও নীহারের প্রবেশ]

সকলে। কি হয়েচে? কি হয়েচে মিঃ ঘোষ?

জ্ঞান। জিজ্ঞাসা করুন্ আপনাদের বন্ধুকে—

সুহাস। (সকাতরে ও সলজ্জ ভাবে) ভাইগণ—ভক্তগণ—আমায় আগে বাঁচাও—ঐঃ—ঐঃ—(রিভল্‌ভার দেখাইয়া) আমায় বাঁচাও—অবশেষে, এ ভাবে যেন প্রাণটা না যায়—

প্রফুল্ল। কিছু বুঝ্‌লাম না, মিঃ ঘোষ—

নীহার। আমরা হল্লা শুনেই ছুটে এলাম—

কানাই। আমি সুহাসবাবুর আর্ত্তনাদটা ঠিকই চিনেছিলাম—কেমন না, ফণী?

জ্ঞান। আপনারা জানেন, এঁকে আমার ভগিনীর শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলাম—

জিতেন। হাঁ তাত' জানিই—ওঁর যথেষ্ট অর্থকষ্টও ছিল সে সময়ে, দু'মাসের মেসের চার্জ্জ পর্য্যন্ত দিতে পার্‌ছিলেন না উনি সে সময়ে, যখন আপনি ওঁকে appoint করেন,—এতো আপনার অসীম করুণা—

জ্ঞান। আর তার প্রতিদানে উনি আমার ভগিনীকে অপমান কর্‌তে সাহসী হন্—দেখুন দেখি একবার কী ingratitude

সকলে। ছি ছি ছি ছি, সুহাসবাবু—

ননি। এই আপনার culture সুহাসবাবু!

ফণী। আর্টিষ্টের এই কাজ?

অতুল। করে' ফেলেচে বেচারি—

কানাই। অবশেষে—কবি? এ কী?

জ্ঞান। তার ফল এই (রিভল্‌ভার দেখাইল)

নীহার। অবিশ্যি বল্‌বার আমাদের আর কিছুই নাই—এস হে আমরা যাই—

জ্ঞান। যাবেন্ না নীহারবাবু, একটু দাঁড়ান্—

প্রফুল্ল। আমি বলি আর কেন, মিঃ ঘোষ, ওর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েচে—

কানাই। না কিচ্ছু হয় নাই, সমাজের মঙ্গলের জন্যে এ রকম লোকের Public humiliation দরকার—

ননি। ঠিক—দিন্ পুলিসের হাতে—

সুহাস। পুলিশ? পুলিশ আবার কেন ভাই, ননি? এই তো পুলিশের চৌদ্দ পুরুষ—

ফণী। হাঁ মিছে খুন্‌খারাপীর চেয়ে পুলিশই ভাল—

অতুল। আমি বলি, আর কোনো গোলমালই না করা ভাল—

সুহাস। অতুলবাবু—ও অতুলবাবু—

জিতেন। ভাল রকম পাট না জন্মানোর দরুণ moneymarket যে রকম tight তাতে এখন আমার মতে মাম্‌লা মোকদ্দমায় বৃথা পয়সা খরচ করাটা মোটেই desirable নয়—

নীহার। আর এতে নানা প্রকার বিশ্রী জনরবেরও সৃষ্টি হবে।

জ্ঞান। তাই তো—

জিতেন। এই পাটের বাজার দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারেন—আমার কাছে গত বিশ বছরের Statistics আছে, চান্ তো—

সুহাস! জিতেনবাবু—আমায় বাঁচান্—

জ্ঞান। চোপ্ রও—

সুহাস। জ্ঞানবাবু—এই কাণ মল্‌চি, নাক খৎ দিচ্ছি—আপনি আমার ভক্ত—আমি কবি—

[দয়াল ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ]

দয়াল। আরে তোমরা কী কর্‌চ' সব—দেখি—দেখি—

সুহাস। (সকরুণ ভাবে)—জ্যাঠামশায়—জ্যাঠামশায়—এখানে ? আপনি ? (সরোদনে) আমায় বাঁচান্—আমায় বাঁচান্—(পদধারণ)

দয়াল। আরে এ কে ? (উঠাইয়া, মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) এ যে আমাদের ঘুট্‌কে গো—কৈলেস্ ভায়ার ছেলে!

সুহাস। আজ্ঞে হাঁ—জ্যাঠামশায়—

দয়াল। ও জ্ঞান—এ যে তোমার ভগিনীপতি—বেণুর স্বামী—

জ্ঞান। তাই নাকি ? তবে যে শুনেছিলাম সে পশ্চিম চলে গেছে বাড়ীঘর বেচে ?

সুহাস। আজ্ঞে না, সে মিছে কথা—আমি পশ্চিম যাই নাই—

জ্ঞান। তবে তুমি যে আমায় বলেছিলে, তুমি অবিবাহিত—

সুহাস। আজ্ঞে সেটাও মিছে কথা! আমি কমলপুরের বিষ্ণু ঘোষ মশায়ের জামাই—

জ্ঞান। তাই তো! তা'হলে তুমি যে আমার পরমাত্মীয় হে! দাঁড়াও বাড়ীতে খবর দি—নীহারবাবু, আপনারা যাবেন না—

[প্রস্থান

প্রফুল্ল। কবিবর—এ আবার কি শুনি?

ফণী। সুহাসবাবু, অবশেষে আপনার কল্পনা সত্যসত্যই মূর্ত্তিমতী হ'য়ে উঠ্‌ল—

অতুল। সত্যি, একজন ওঁর জন্যে মহাতপস্যায় যে নিমগ্না ছিলেন, তা' দেখা যাচ্ছে—

নীহার। ব্যাপারটা মন্দ হল'না—সুহাসবাবু, আপনার জীবনের এই ঘটনাটা নিয়ে আপনি একখানা extravaganza রচনা করুন্—আমরা play কর্‌ব—

ননি। এইবার মুখ তুলুন, সুহাসবাবু—আর কি? জিত তো আপনারই হল—

[সুহাসের ম্লান হাস্য]

কানাই। এখনো ওঁর ভয় যায় নাই—

জিতেন। প্রেম এবং পাট একই জাতীয়—লাভ হল তো একবারে বড়লোক—নইলে একদম সর্ব্বনাশ—

[বধূবেশে সজ্জিতা বেণুকে লইয়া কেকার প্রবেশ]

কেকা। বেণু, প্রণাম কর্—এই তোর সেই হারাণো গরুটা কিনা চিনে নে—

[বেণুর প্রণাম ও নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি]

প্রফুল্ল। বেণু? কল্পনা নাম শুনেছিলাম যে?

কেকা। (সহাস্যে) শুধু কল্পনা নয়, কবির কল্পনা—

[জ্ঞানের পুনঃ প্রবেশ]

জ্ঞান। একি, এখনও তুমি এখানে কেকা? যাও, এদের খাবারের জায়গাটা করে ফেল' গে—

কেকা। এই যে—আয় বেণু—

[কেকা ও বেণুর প্রস্থান

প্রফুল্ল। অবশেষে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানা মিলনান্ত নাটক দেখে, আমার প্রাণে কাব্যরস উথ্‌লে উঠ্‌চে। এস বন্ধুগণ, সঙ্গীতে আমরা বরবধূকে অভিনন্দন করি—গাও—

গান

মেসের জীবন সাঙ্গ করে'
মেষের মত যাও ঘরে
ক্যাওরা কাঠের তক্তা ছেড়ে
ক্যাওরা জলে স্নান ক'রে॥
হেঁজি পেঁজি যা'-হোক্ একটা
তাই জোটে না অনেকেরি
(যেমন এই আমরা সবাই)
কাব্য-লক্ষ্মী এল তোমার
অঙ্ক-লক্ষ্মী রূপ ধরি; (মরি কি ভাগ্য তোমার)
রইব চির আইবুড়ো গো
আমরা ছন্নছাড়ার জাত—

যেসেই শিক্ষা, যেসেই দীক্ষা
যেসেই হয় বা জীবনপাত ;
বল্‌ব কারে ? বয়স বাড়ে (এ দুখের কথা)
চুলেও শাদা পাক ধরে ॥

প্রিয়ার সাথে হিয়ার পাতে
রাত্রি যাপ' স্বামীগণ—
মোদের রাত্রি ছার্‌পোকা আর
মশায় ল'য়ে চিরন্তন,
(এমন করে কি বাঁচা যায় ?)
কাপড় কাচি বেছ্‌না ঝাড়ি
(আরও কত কি করি বল্‌তে লজ্জা যে হয়,)
নইক পুরুষ কিম্বা নারী—
স্নেহ প্রেম কি ভালবাসা
অনেক দিন তা' গেছে ছাড়ি—
(এ মরতে তা থাক্‌বে কেন)
তোমার তাই এ পুনর্জন্মে
বন্ধুগণের প্রাণ ভরে ॥

—যবনিকা—